ভোরের কাগজ

JAN. 24 2002

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ১ ... কলাম ১ ...

সরকারি কর্মকর্তাদের বয়স জালিয়াতি ঠেকাতে জন্মতারিখ পুনঃপরীক্ষার সিদ্ধান্ত

এহসানুল হক : সকল প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড কর্মকর্তাদের প্রকৃত জন্ম তারিখ পুনরায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জোট সরকার। সরকারি কর্মকর্তাদের বয়স জালিয়াতি করার কয়েকটি ঘটনা ইতিমধ্যে ফাঁস হয়ে যাওয়ায় এবং এ সংক্রান্ত বেশকিছু অভিযোগ কর্তৃপক্ষের কাছে আসায় জন্ম তারিখ পুনঃপরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

সূত্রটি আরো জানায়, সরকারের গৃহীত এ সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়ন করার জন্য প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এসএসসি অথবা সমপর্যায়ের পরীক্ষার মূল সনদপত্র চেয়ে সম্প্রতি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কাছে চিঠি ছাড়া শুরু করেছে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়। চিঠি অনুযায়ী আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারির মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের উল্লিখিত পরীক্ষার মূল সনদপত্র কর্তৃপক্ষের কাছে পৌছাতে হবে বলে জানা গেছে।

সরকারের সংশ্লিষ্ট সূত্রটি জানায়, দীর্ঘদিন ধরেই সরকারি কর্মকর্তাদের অবৈধভাবে বয়স কমানোর একটি গোপন সংস্কৃতি অব্যাহত রয়েছে বলে গুরুতর অভিযোগ কর্তৃপক্ষের কাছে এসেছে।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হওয়ার পর থেকেই সরকারি কর্মকর্তাদের চাকরি সংক্রান্ত সকল রেকর্ডপত্র কম্পিউটারের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। অভিযোগে বলা হয়েছে, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের কম্পিউটার সেন্টারের কতিপয় দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শরণাপন্ন হয়ে বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা তাদের প্রকৃত জন্ম তারিখ পরিবর্তনের মাধ্যমে বয়স কমিয়ে ফেলেছে। সেই সঙ্গে পরিবর্তন করা হয়েছে ঐ সব কর্মকর্তার অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটিতে (এলপিআর) যাওয়ার তারিখও। জরুরি প্রয়োজনে কোনো কর্মকর্তার রেকর্ডপত্র চাওয়া হলেই কম্পিউটার সেন্টার থেকে সরবরাহ ■ এরপর-পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৬

সরকারি কর্মকর্তাদের বয়স জালিয়াতি

● প্রথম পাতার পর

করা হয়ে থাকে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার রেকর্ডপত্র। কম্পিউটারের মেমোরিতে ধারণকৃত রেকর্ডপত্রের প্রিন্ট আউট কপি দেখেই কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সেরে নেন। ফলে কর্তৃপক্ষের কোনোভাবেই বোঝা সম্ভব নয় সংশ্লিষ্ট কোনো কর্মকর্তা বয়স জালিয়াতি করেছে কিনা। তবে ঐ কর্মকর্তার চাকরি জীবনের প্রথম রেকর্ডপত্রের কোনো কপি যদি কর্তৃপক্ষের নিজস্ব ফাইলে সংরক্ষিত থাকে তবেই বোঝা যাবে কোনো পরিবর্তন হয়েছে কিনা। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কর্তৃপক্ষের নিজস্ব কম্পিউটারের মেমোরিতে ধারণ করা হয় না সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়োগ পাওয়ার সময়ের রেকর্ডপত্র। ফলে প্রয়োজনের সময় কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই আশ্রয় নিতে হয় কম্পিউটার সেন্টারের।

সংশ্লিষ্ট সূত্রটি আরো অভিযোগ করে বলেন, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের কম্পিউটার সেন্টার থেকে যদি কোনো কর্মকর্তার পুরোনো রেকর্ডপত্র বের করা হয় তাহলেও বোঝার উপায় নেই কোনো তথ্য হেরফের হয়েছে কিনা। কারণ এ ক্ষেত্রে সংরক্ষিত পুরোনো ফাইনালের কোনো তথ্য মুছে নতুন তথ্য বসিয়ে দেওয়া সম্ভব।

সূত্রটি আরো জানায়, ইতিমধ্যেই সচিব পর্যায়ের দুই কর্মকর্তা জন্ম তারিখ পরিবর্তন করার ঘটনা ফাঁস হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু রেকর্ডপত্রের ভুলের কারণে এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে— এ অজুহাত দেখিয়ে কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতি সামাল দেন। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরও দায়ী করতে পারছেন না কর্তৃপক্ষ। কারণ রেকর্ডপত্র সংরক্ষণের দায়-দায়িত্ব একমাত্র রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট বিভাগের। ফলে কোনো কর্মকর্তা জন্ম তারিখ নিয়ে জালিয়াতির আশ্রয় নিলেও পার পেয়ে যাচ্ছেন। অথচ বিপুল অঙ্কের টাকার বিনিময়ে এসব কর্মকর্তারা অবৈধভাবে তাদের জন্ম তারিখ পরিবর্তন করছে। চাকরির নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার পরও বহাল থাকার ব্যবস্থা করছে দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তারা।

সূত্রটি আরো অভিযোগ করে জানান, অতীতে অনেক কর্মকর্তাই বয়স কমিয়ে নির্ধারিত সময়ের পর কয়েক বছর চাকরি করে স্বাভাবিকভাবে অবসরে গেছেন। এমনকি অবসরপ্রাপ্ত কোনো কোনো কর্মকর্তার বয়স হিসাব-নিকাশ করে দেখা গেছে, ১৩ বছরের কম সময়েও কোনো কোনো কর্মকর্তা ম্যাট্রিক পাস করেছিল।

সরকারের একটি উর্ধ্বতন সূত্র জানায়, বয়স সংক্রান্ত ব্যাপারে দুটি ঘটনা ফাঁস হয়ে যাওয়া এবং পরবর্তী সময়ে এ সংক্রান্ত ব্যাপক অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়।

সরকারের উপর মহলের নির্দেশ মোতাবেক ব্যাপক গবেষণার পর বয়স সংক্রান্ত বিষয়ে উল্লিখিত সমস্যাবলী বেরিয়ে আসে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সহকারী সচিব থেকে শুরু করে সচিব পর্যায়ের সকল সরকারি কর্মকর্তার জন্ম তারিখ পুনঃপরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পুনঃপরীক্ষার পর সকল কর্মকর্তার জন্ম তারিখ এবং এলপিআরে যাওয়ার তারিখ সুনির্দিষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করে সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরে সংরক্ষণ করা হবে। তবে জন্ম তারিখ পুনঃপরীক্ষার পর যদি প্রকৃত তথ্য হেরফের হয়, তাহলে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও সূত্রটি জানান।